



309317 - টলেভিশিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কবর ও তাঁর সাহাবীদ্বয়রে কবর দেখে
সালাম দয়ার হুকুম

প্রশ্ন

টলেভিশিনে লাইভ সম্প্রচারে যখন ক্যামরো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কবর ও আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর উপর আসে তখন তাদেরকে সালাম দয়া কিসঠকি?

জবাবের সারাংশ:

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কবররে ছবি দেখে মনে পড়ায় তাঁকে সালাম দলি এতে কোন অসুবিধা
নহে। কিন্তু এটি কবররে কাছ প্রদয়ে য়িয়ারতরে সালাম নয়। পক্ষান্তরে, সাহাবীদ্বয়রে ক্ষত্রে তাদরে কথা মনে পড়লে
রাদআল্লাহু আনহু পড়া ও রাহমিহুল্লাহ বলার বধিান রয়েছে; সালাম দয়ার বধিান নয়।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কবররে ছবি দেখে মনে পড়ায় তাঁকে সালাম দলি এতে কোন অসুবিধা
নহে। কিন্তু এটি কবররে কাছ প্রদয়ে য়িয়ারতরে সালাম নয়। পক্ষান্তরে, সাহাবীদ্বয়রে ক্ষত্রে তাদরে কথা মনে পড়লে
রাদআল্লাহু আনহু পড়া ও রাহমিহুল্লাহ বলার বধিান রয়েছে; সালাম দয়ার বধিান নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে উপর যে কোন সময় সালাত (দরুদ) ও সালাম পশে করার শরয়ি বধিান
রয়েছে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “নশিচয় আল্লাহ, তাঁর ফরেশেতাকুল নবীর প্রতি সালাত পশে করেন। সুতরাং হে
যারা ঈমান এনছে তমেরাও তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পশে কর।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখনি কেউ আমাকে
সালাম দয়ে তখন আল্লাহ আমার রূহ ফরিয়ি়ে দনে যাতে করে আমিতার সালামেরে জবাব দতিে পারি।”[সুনানে আবু দাউদ



(২০৪১), আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

এগুলো ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেকে দলিল আছে যগুলোতে তাঁর প্রতিসালাত ও সালাম পশে করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে; বিশেষতঃ তাঁর নাম স্মরণ হলো।

তাই কোন মানুষ যদি তাঁর মসজিদ দেখে, কথিবা তাঁর কবর দেখে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর প্রতিসালাত পশে করে এতে কোন অসুবিধা নাই। বরং এটি একটিনকীর কাজ ও ইবাদত; যমেনটি পূর্ববে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এটি কবর য়ারতরে সালাম নয়; বরং এটি দোয়া ও প্রশংসা।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: **السلام عليك أيها النبي** “হে নবী! আপনার প্রতিসালাম” এটি কি একটা সংবাদ; নাকি দোয়া? অর্থাৎ আপনি কি সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূল সালামপ্রাপ্ত; নাকি আপনি দোয়া করছেন আল্লাহ্ যনে তাঁর প্রতিসালাম (শান্তি) বর্ষণ করেন? জবাব: এটি দোয়া। আপনি দোয়া করছেন যনে আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশান্তি বর্ষণ করেন। [আল-শারহুল মুমতী (৩/১৫০)]

দুই:

আর মরযাদাবান দুই সাহাবী তথা আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর ক্ষত্রে যে কোন সময় রাদিয়াল্লাহু আনহু বলা ও রাহিমাহুল্লাহ্ বলা শরয়ি বিধান। আর তাদের কবর য়ারতরে সময় তাদেরকে সালাম দোয়া হবে; টলেভিশিনে বা অন্য কিছুতে তাদের কবররে ছবি দেখে নয়। কেননা এটি শরয়িত অনুমোদতি নয়। এক্ষত্রে কবররে কাছে গিয়ে সালাম দোয়ার উপর এভাবে সালাম দোয়াকে কয়িস করা কারো জন্য সঙ্গত হবে না। যহেতে এটি হবে বৈপেরীত্ব থাকা সত্বেও কয়িস করা। আর শরয়ি দলিল ছাড়া কোন ইবাদতকে মুস্তাহাব বলা যায় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: কোন কিছুকে মুস্তাহাব (উত্তম) বলা একটা শরয়ি হুকুম; যা শরয়ি দলিল ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। যে ব্যক্তি কোন শরয়ি দলিল ব্যতীত আল্লাহ্র সম্পর্কে অবহতি করে যে, তিনি উমুক কর্মকে পছন্দ করেন সতো আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তাঁর শরয়িতে বিধান জারী করে। যমেনভাবে কউে যদি কোন একটা ওয়াজবি সাব্যস্ত করে কথিবা হারাম সাব্যস্ত করে তার ক্ষত্রেও এটি প্রযোজ্য। এ কারণে আলমেগণ মুস্তাহাবরে ক্ষত্রেও মতভদে করেন যভাবে তারা অন্য বিষয়েও মতভদে করছেন। বরং শরয়ি বিধানরে মূল হুকুম হচ্ছে মুস্তাহাব হওয়া। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৮/৬৫)]

সারকথা:

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে ছবি দেখে মনে পড়ায় তাঁকে সালাম দলি এতে কোন অসুবিধা



নহে। কন্টু এটকিবররে কাছ্ে প্ৰদয়ে য়িরতরে সালাম নয়। পক্ষান্তরে, সাহাবীদ্বয়রে ক্ষত্েরে তাদরে কথা মনে পড়লে
রাদআল্লাহু আনহু পড়া ও রাহমিাহুল্লাহ বলার বধিান রয়েছে; সালাম দয়োর বধিান নয়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।